ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 072 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭২ ● কলকাতা ● ০১ চৈত্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৬ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দু'দফায় ভোট পশ্চিমবঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে। ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা হবে ৪ মে। রবিবার ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি আসনে ভোট হতে চলেছে। SIR-এর পর এই প্রথম নির্বাচন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। স্বচ্ছ, হিংসামুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কাম্য বলে জানালেন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এদিন ভোটঘোষণার ঠিক আগেই পুরোহিত এবং মোয়াজ্জেম ভাতার ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫০০ টাকা করে বাড়িয়ে ভাতা ২০০০ করে দেন তিনি। পাশাপাশি, বকেয়া ডিএ মেটানোর ঘোষণাও করেন। এতে আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হল কি না জানতে চাওয়া হয়। জবাবে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানালেন, নির্ঘণ্ট ঘোষণার সময় থেকে নির্বাচনী আচরণ বিধি কার্যকর হয়। নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু থাকে না।কমিশন জানিয়েছে, প্রথম দফায় ৩০ মার্চ ভোটের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রথম

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 231

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

মানুষের সবসময় অনুভব থেকে শেখা উচিত। অনুভব থেকে ভয় পাওয়া বা আতঙ্কিত হওয়ার কোন দরকার নেই। এই রকমের ঘটনা কেবল গুরু আর শিষ্যের মধ্যে হয় না, পিতা আর পুত্রের মধ্যেও হয়। উভয়ের মধ্যে ২৫-৩০ বৎসরের ব্যবধান থাকে। উভয়ের পরিব্যাপ্ত সময় আলাদা।

ক্রমশঃ

শিবানীপুরে মুক্তকণ্ঠ-র বাৎসরিক সঙ্গীতানুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবিবার ১৫ মার্চ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফলতা থানার অন্তর্গত শিবানীপুরে "মুক্তকণ্ঠ" পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র 'সুর-অঞ্জলি' আয়োজিত বার্ষিক সঙ্গীত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। স্বাগত ভাষণ দেন সঙ্গীত শিক্ষক ও শিল্পী রঞ্জন কুমার মণ্ডল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সরশুনা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গোপাল মণ্ডল। তিনি ভারতীয় জনজীবনে সুরের পরম্পরা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে আকাশবাণীর তবলা বাদক অরূপ নস্কর, শিক্ষিকা নন্দিনী নিয়োগী, সঙ্গীতানুরাগী ও শিল্পী বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল, বাবলু মণ্ডল, শিক্ষক সুদীপ পুরকাইত, যোগ প্রশিক্ষক প্রবীর চাণক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পৌরোহিত্য করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক তপনকান্তি মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল অভিভাবকদের সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন। তাঁদের কণ্ঠে 'ওরে নতুন যুগের ভোরে' অনবদ্য হয়ে ওঠে। তবলা লহরায় অংশগ্রহণ করেন অংশুমান মণ্ডল। ইমন রাগ পরিবেশনে অসাধারণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন কৃত্তিকা মণ্ডল। কেদার রাগে কৌশিকী কয়াল, খাম্বাজ রাগে সৃজনী বেরা, ভৈরব রাগে শুভাঙ্গী হালদার, ভীম পলশ্রী রাগে ব্রততী হালদার বিভাস রাগে সৃজিতা মণ্ডল প্রমুখ নিজেদের উজাড় করে দেন। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি এবং আধুনিক গান পরিবেশন করেন অনন্যা হালদার, তিথি মণ্ডল, অঙ্কনা সামন্ত, সাজিভ সিকদার, রূপক গায়েন পাঠক, অনুরাগ দাস, সমৃদ্ধি রায়, সন্দীপন মণ্ডল প্রমুখ শিক্ষার্থী শিল্পীরা। তবলা সঙ্গতে ছিলেন চন্দন হালদার, লক্ষ্মণ কয়াল প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও শিশির পাইক।

তামিল ভূমে বিজেপির টোপ, বিজয়কে উপমুখ্যমন্ত্রীর গাজর দেখিয়ে জোটে ডাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী রাজ্য তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এখানে এমকে স্ট্যালিনের সরকার ফেলার জন্য মরিয়া বিজেপি। কারণ দাক্ষিণাত্যে বিজেপির তেমন প্রভাব নেই। বিজেপি এখন চায় সব রাজ্যে নিজেদের সরকার গড়ে তুলতে। তার জন্য যে কোনও পথ ধরতে রাজি গেরুয়া শিবির।তবে বিজয় এখনও মুখ্যমন্ত্রী পদের দিকে নজর রাখছেন। যা চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বিজয় এবং তাঁর দলকে এনডিএ'র ছত্রছায়ায় আনার জন্য বিজেপি জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গেরুয়া শিবির বিজয়ের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একাধিক পথ ব্যবহার করছে বলে সূত্রের খবর। বিজেপি নেতারা মনে করেন যে, বেশ কয়েকটি আসনে দুই শতাংশ ভোটও জয়ের দিক পরিবর্তন করতে পারে। তাই এখন বিজয়কে টোপ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। চলতি মাসেই মুক্তি পেতে যাচ্ছে বিজয়ের শেষ সিনেমা 'জন নায়াগান'। এই সিনেমাটির মাধ্যমেই তিনি ভক্তদের কাছ থেকে অভিনেতা হিসেবে বিদায় নেবেন। বিজয় মনে করেন, রাজনীতি এমন বিষয় নয় যা শুধু শখের বশে করা যায়। তাঁর মতে, তামিলনাড়ুর ভোটাররা রাজনীতিকদের কাছ থেকে পূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আশা করেন। এখন দেখার জল কতদূর গড়ায়।প্রয়োজনে জোট করা, টোপ

এরপর ৩ পাতায়

ভোট ঘোষণার মুখে পুরোহিত ও মুয়াজ্জেনদের ভাতা বৃদ্ধি এবং ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঘন্টাখানেক আগেই সরকারি কর্মচারিদের ডিএ এবং পুরোহিত-মুয়াজ্জেনদের ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ওই ঘোষণা আদর্শ নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেনি বলে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।ভোট ঘোষণার মুখে পুরোহিত ও মুয়াজ্জেনদের ভাতা বৃদ্ধি এবং ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে মমতা আদর্শ নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সিপিএম ও বিজেপি নেতারা। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে পুরোহিত ও মুয়াজ্জেনদের ভাতা বৃদ্ধি এবং ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে মমতা আদর্শ নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেননি। কেননা, সাংবাদিক সম্মেলন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ভোটমুখী পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়েছে। ফলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কোনও নিয়ম ভাঙেননি।'বিধানসভার ভোট নির্ঘণ্ট নিয়ে রবিবার (১৫ মার্চ) বিকেল চারটের সময়ে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। আর ওই খবর জানতে পেরেই এদিন দুপুরে পর পর দুটি মাস্টারস্ট্রোক দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে সমাজমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে এক পোস্টে পুরোহিত ও

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

দু'দফায় ভোট পশ্চিমবঙ্গে

দফায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ এপ্রিল। নোনয়নের স্ক্রুটিনির শেষ দিন ৭ এপ্রিল। মনোনয়নের প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ এপ্রিল।

দ্বিতীয় দফায় ২ এপ্রিল ভোটের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। মনোনয়নের শেষ দিন ৯ এপ্রিল। মনোনয়নের স্ক্রুটিনির শেষ দিন ১০ এপ্রিল। মনোনয়নের প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৩ এপ্রিল। ৬ মে-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভোট প্রক্রিয়া শেষ।

বহু দিন পর এত কম দফায় নির্বাচন হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। ২০০১ এবং ২০০৬ সালে শেষ বার এক দফায় নির্বাচন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। ২০১১ সালে ৬ দফায়, ২০১৬ সালে ৭ দফায় এবং ২০২১ সালে ৮ দফায় নির্বাচন হয়। এবারে বিজেপি-র তরফে বার বার এক দফায় ভোট করানোর দাবি উঠছিল। সেই সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি, এদিন আরও চার রাজ্যের ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে কমিশন। তবে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দুই দফায় ভোট হচ্ছে। বাকি রাজ্যগুলিতে ভোট হচ্ছে এক দফাতেই। অসমে ১ দফায় ভোট, ৯ এপ্রিল। গণনা হবে ৪ মে। কেরলেও ১ দফায় ভোট, ৯ এপ্রিল। পুদুচেরীতেও ভোট ৯ এপ্রিল। তামিলনাড়ুতে ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল। সব রাজ্যেই গণনা ৪ মে।

তাহলে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই কেন দু'দফায় ভোট, জানতে চাওয়া হয়। জবাবে জ্ঞানেশ কুমার জানান, সব দিক খতিয়ে দেখে দুই দফায় নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই এমন সিদ্ধান্ত।

(২ পাতার পর)

তামিল ভূমে বিজেপির টোপ, বিজয়কে উপমুখ্যমন্ত্রীর গাজর দেখিয়ে জোটে ডাক

দেওয়া, টাকা ছড়ানো থেকে শুরু করে বিপক্ষকে বড় পদ দেওয়ার গাজর ঝুলিয়ে নিজেদের কাছে টেনে আনা-সহ নানা পথ ধরতে পিছুপা নয় পদ্মশিবির। এবার তেমন কাজই তামিলনাড়ুতে করতে চায় বলে উপমুখ্যমন্ত্রীর টোপ দেওয়া হল বলে সূত্রের খবর।

এদিকে আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বিজয়ের দল, তামিলাগা ভেত্রি কাজাগামের (টিভিকে) মধ্যে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বিজয়কে এবার বিজেপির পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদের গাজর দেখিয়ে জোট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই জোট ভোটে জিতলে বিজয়কে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ দেওয়া হবে বলেও প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি। প্রস্তাবিত আসন বণ্টন চুক্তির অংশ হিসেবে, বিজেপি বিজয়ের দলকে প্রায় ৮০টি আসনের প্রস্তাবও দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই কথা চাউর হতেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণী রাজ্য তামিলনাড়ুর বড় পর্দার জনপ্রিয় নায়কদের রাজনীতিতে আসা এবং রাজ্য শাসনের নজির নতুন কিছু নয়। জনপ্রিয় অভিনেতা এমজি রামচন্দ্রন থেকে শুরু করে জয়ললিতা-রুপোলি পর্দা কাঁপিয়ে রাজনীতির শীর্ষ পদে বসার নজির এখানে ভুরিভুরি। এমনকী রজনীকান্ত, কমল হাসান, খুশবু কিংবা বিজয়কান্তের মতো তারকারাও নানা সময়ে নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিতে। তবে এমজিআর এবং জয়ললিতা যে উচ্চতায় পৌঁছে ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন সেটা বাকিদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে ঘটেনি। এবার সেই পথেই নতুন যাত্রী তামিল সুপারস্টার সি জোসেফ বিজয়-ভক্তদের কাছে যিনি 'থালাপতি' নামেই পরিচিত। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে, রাজ্যের নির্বাচনী হিসেব-নিকেশ বদলে যেতে পারে। যেখানে ভোটের ভাগের সামান্য পরিবর্তনও নয়া সমীকরণ নির্ধারণ করে।

(২ পাতার পর)

ভোট ঘোষণার মুখে পুরোহিত ও মুয়াজ্জেনদের ভাতা বৃদ্ধি এবং ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে মমতা

মুয়াজ্জেনদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করেন। তার পর বিকেল ৩টে ৫ মিনিটে ডিএ সংক্রান্ত ঘোষণার পোস্ট করেন। তাতে তিনি লেখেন, 'আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার তার সকল কর্মচারী, পেনশনভোগী, লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী, পঞ্চায়েত-পুরসভার কর্মী ও পেনশনভোগীকে দেওয়া কথা রেখেছে। তাঁরা রোপা-২০০৯ অনুযায়ী বকেয়া ডিএ ২০২৬ সালের মার্চ থেকেই পেতে শুরু করবেন।'

রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল বিতর্কে কেন্দ্রের সঙ্গে আরও সংঘাতের পথে হাঁটল রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল বিতর্কে আগেই কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথে হেঁটেছে রাজ্য। দার্জিলিঙের তৎকালীন জেলাশাসক মণীশ মিশ্রকে ডেপুটেশনে চেয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তাঁকে না পাঠিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের স্পেশাল সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করা হয়। বদল করে দেওয়া হয় দার্জিলিঙের জেলাশাসককে। একই অভিযোগে ডেপুটেশনে চাওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকেও।এই অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্র রাজ্যের কাছে ব্যাখ্যা চায় এবং পরে ওই দুই আধিকারিককে ডেপুটেশনে চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দার্জিলিঙের তৎকালীন জেলা শাসক মণীশ মিশ্র ও শিলিগুলির সিপি সি সুধাকরকে ডেপুটেশনে চায় কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যের বক্তব্য, প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগ সঠিক নয়। রাষ্ট্রপতির সফরের সূচি ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় দফতরের সঙ্গেই সমন্বয় করে করা হয়েছিল। কেন্দ্র যখন ডেপুটেশনে চেয়ে পাঠায়, তখন আরও সংঘাতের পথেই হাঁটে রাজ্য। রাজ্যের তরফ থেকে তাঁদের কাউকেই দিল্লি পাঠানো হল না।আইপিএসের ক্ষেত্রেও সংঘাতের কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথেই গেল রাজ্য। সি সুধাকরকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠানো হল না। সি সুধাকরকে সরানো হল আইবি নর্থ বেঙ্গল রেঞ্জে। সৈয়দ ওয়াকার রাজা হলেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ নতুন সুপার।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উত্তরবঙ্গ সফর থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। অনুষ্ঠানের ভেন্যু শেষ মুহূর্তে বদলানো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির জন্য নির্ধারিত প্রোটোকল পুরোপুরি মানা হয়নি। উপস্থিতি ও আয়োজন নিয়ে রাষ্ট্রপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

সম্পাদকীয়

কেন ডাকা হল না কেন্দ্রীয় বাহিনী, গিরিশ পার্ক কাণ্ডে রিপোর্ট চাইল কমিশন

গিরিশ পার্কে অশান্তির ঘটনায় ইতিমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ভাঙচুরের অভিযোগে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে ৪ জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,, শশী পাঁজার বাড়ির ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাণ্ডবের সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে।পাল্টা অভিযোগ করে বিজেপিও। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা তাদের বাস লক্ষ্য করে ইট ছোড়েন। আহত হন বেশ কয়েক জন বিজেপি কর্মী। ব্রিগেডগামী বাসেও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। দু'পক্ষের অশান্তির মধ্যে পড়ে আহত হন বৌবাজার থানার ওসিও। সেই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।এর মধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গিরিশ পার্কে অশান্তির ঘটনায় কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার করা হয়নি? সে বিষয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার দুপুরে গিরিশ পার্কে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। বিজেপি কর্মীদের মারধরের পাল্টা অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে তপ্ত হয়ে ওঠা গিরিশ পার্কের অশান্তির ঘটনা নিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে সুপ্রতিমকে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন।

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, ''প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে কর্মী-সমর্থকেরা যাচ্ছিলেন। তার মধ্যে রাজ্যের মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা সত্ত্বেও, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ওই এলাকায় অশান্তি চলল। তার পরেও সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দেখা যায়নি।''

শনিবার দুপুরে ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ছিল। সেই সভায় যোগ দিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মী-সমর্থকেরা আসেন। মোদীর সভা শুরুর আগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গিরিশ পার্ক এলাকা। তৃণমূলের অভিযোগ, মোদীর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময়ে একদল বিজেপি কর্মী শশীর বাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক শশী পাঁজা জানিয়েছিলেন, গিরিশ পার্কে তাঁর বাড়ির আশপাশে 'বয়কট বিজেপি' লেখা পোস্টার, ফ্লেক্স ছিল। বিজেপি কর্মীরা সেখান থেকে যাওয়ার সময় বাস থেকে নেমে এসে সেই সব পোস্টার ছিঁড়ে দেন। তার পরে বাসে উঠে যান। এর পরে আবার তৃণমূল কর্মীরা সেই পোস্টার লাগাতে গেলে বাস থেকে নেমে এসে বিজেপি কর্মীরা মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সপ্তম পর্ব)

পরগনার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবন।

১৯৪৭ এ দেশ ভাগের সময় সুন্দরবনের আয়তন ছিল প্রায় ২৫,৫০০ বর্গ কি:মি:, যার মধ্যে বর্তমানে ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কি:মি: এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১৫৮৭০ বর্গ কি:মি:। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত এই ভারতীয় সুন্দরবনের এলাকা। এই সুন্দরবন লাগোয়া শহরকেন্দ্রিক বন্দর ক্যানিংয়ে এসে লর্ড ক্যানিং ব্যবসা শুরু করেছিল, ব্রিটিশ সরকারের আমলে| সেই সরকারের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দিল্লি ও কলকাতায় সক্রিয় সংঘবদ্ধ সোনা পাচার ও অবৈধ গলানোর চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাল ডিআরআই; ১৪.১৩ কোটি টাকা মূল্যের সোনা, রুপো ও নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত; গ্রেপ্তার ৬ জন

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ২০২৬

ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) এমন একটি সংঘবদ্ধ চক্রকে ধরে ফেলেছে, যারা বিদেশ থেকে ভারতে সোনা পাচার, রেলপথে তা পরিবহন, অবৈধ কেন্দ্রে নিয়ে গলিয়ে ফেলা বা রূপ পরিবর্তন করে ফেলা এবং পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ বাজারে গোপনে বিক্রির কাজে জড়িত ছিল। এই অভিযানের ফলে সোনা, রুপা এবং ভারতীয় মুদ্রা মিলিয়ে মোট ১৪.১৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে এবং ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ১৯৬২ সালের শুল্ক আইনের বিধান অনুযায়ী ১৩.৪১ কোটি টাকা মূল্যের ৮,২৮৬.৮১ গ্রাম সোনা, ১৯.৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭,৩৫০.৪ গ্রাম রুপা এবং ৫১,৭৪,১০০ টাকার ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, ডিআরআই –এর আধিকারিকরা নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে কলকাতা থেকে আগত এক যাত্রীকে আটক করেন। ওই যাত্রীর কাছে বিদেশ থেকে আনা সোনা ছিল, যা স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমাণ এক প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। সোনা বহনকারী এবং প্রাপক—উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রসঙ্গত আমার মনে হয়েছে, চন্দ্রকেতুগড়ের নারী যোদ্ধাদের টেরাকোটা চিত্র এই মাতৃগণের সহজ বর্ণনা। তাঁরা নিঃসন্দেহে ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য বহন করেন। তাঁরা স্বপক্ষীয়দের আনন্দ ও বিপক্ষীয়দের আশঙ্কার সংমিশ্রণ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মেট্রো রেল: সুস্থায়ী নগর উন্নয়ন

১৫ মার্চ, ২০২৬

মূল বিষয়সমূহ

* ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্ক ২০১৪ সালের ২৪৮ কিমি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ১,০৯৫ কিমিতে পৌঁছেছে।

* মেট্রো পরিষেবা ২০১৪ সালের মাত্র পাঁচটি শহর থেকে ২০২৫ সালে ২৬টি শহরে বিস্তৃত হয়েছে।

* বার্ষিক মেট্রো বাজেট ২০১৩-১৪ সালের ৫,৭৯৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ সালে ২৯,৫৫০ কোটি টাকা হয়েছে।

গত এক দশকে ভারতের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক

উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে, যা ২০টিরও বেশি শহরে পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিষেবা যানজট কমিয়ে দ্রুত, পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহনের মাধ্যমে নগর চলাচলের (urban mobility) উন্নতি ঘটিয়েছে। মেট্রো ব্যবস্থা ব্যক্তিগত যানবাহনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, পরিবহন খরচ হ্রাস করে এবং কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

ভারতে মেট্রো রেলের প্রসার, পরিধি ও ব্যাপ্তি

ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী অন্যতম বৃহৎ নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে, যা পরিকাঠামোগত প্রসারণের সাথে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সমন্বয় ঘটিয়েছে।

* দিল্লি-মিরাট RRTS করিডোর-সহ বর্তমানে ২৬টি শহরে ১,০৯৫ কিমি মেট্রো নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে।

* দিল্লি-এনসিআর, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, লক্ষ্ণৌ, পুনে এবং আহমেদাবাদের মতো প্রধান শহরগুলোতে মেট্রো পরিষেবা চালু আছে।

* ২০১৪ সাল থেকে নেটওয়ার্কটি ২৪৮ কিমি থেকে ১,০৯৫ কিমি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, যা দ্রুত পরিকাঠামোগত প্রবৃদ্ধির প্রতিফলন।

* সরকার ৩.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে ১,০৫১ কিমি দীর্ঘ ৩৮টি মেট্রো প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যা দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

অর্জন এবং উদ্ভাবন

* নমো ভারত ট্রেন: ২০২৩ সালের অক্টোবরে ভারত দিল্লি-মিরাট করিডোরে প্রথম সেমি হাই-স্পিড 'নমো ভারত' আঞ্চলিক ট্রেন চালু করে। ১৬০ কিমি/ঘণ্টা গতির এই ট্রেন আঞ্চলিক সংযোগে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

* আন্ডারওয়াটার মেট্রো: ভারত ২০২৪ সালে কলকাতায় হুগলি নদীর তলদেশ দিয়ে এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দানের মধ্যে প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো টানেল চালু করে উন্নত প্রকৌশল ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

* ওয়াটার মেট্রো: ২০২৩ সালের এপ্রিলে কোচি ভারতের প্রথম 'ওয়াটার মেট্রো' চালু করে, যা বৈদ্যুতিক-মিশ্র নৌকার মাধ্যমে ১০টি দ্বীপকে যুক্ত করেছে এবং পরিবেশবান্ধব নগর পরিবহনকে উৎসাহিত করছে।

মেট্রো: নিরাপদ, দ্রুত এবং স্মার্ট সমাধান

ভারতের মেট্রো ব্যবস্থায় সুরক্ষা, দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব বাড়াতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে:

* ইউরোপীয় ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম (ETCS): দিল্লি-মিরাট RRTS করিডোরে নমো ভারত ট্রেনের জন্য হাইব্রিড লেভেল-III সিগন্যালিং।

* প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোরস (PSD): যাত্রী নিরাপত্তা বাড়াতে BEL এবং NCRTC কর্তৃক উদ্ভাবিত।

* ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড (NCMC): "এক দেশ-এক কার্ড" ধারণার অধীনে মেট্রো এবং বাস ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণের সুবিধা।

* QR টিকেটিং: সুবিধাজনক ভ্রমণের জন্য মোবাইল-ভিত্তিক ডিজিটাল টিকেটিং।

* চালকমুক্ত ট্রেন অপারেশন (UTO): দিল্লি মেট্রোর পিঙ্ক এবং ম্যাজেন্টা লাইনে চালকবিহীন ট্রেন।

* স্বদেশী ATS (i-ATS): দিল্লি মেট্রোর রেড লাইনে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রেন সুপারভিশন সিস্টেম।

* জ্বালানি দক্ষতা: শক্তি খরচ এবং নির্গমন কমাতে 'রিজেনারেটিভ ব্রেকিং' এবং সোলার প্যানেলের ব্যবহার।

পরিকাঠামো ব্যয় এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে একীকরণ

* ২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ১১.২১ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.১%) বরাদ্দ করা হয়েছে।

* মেট্রো বাজেট ২০১৩-১৪ সালের ৫,৭৯৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ২৯,৫৫০ কোটি টাকা হয়েছে।

* মেট্রো প্রকল্পগুলিকে পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান-এর সাথে সুসংবদ্ধ করা হয়েছে এবং মাল্টিমোডাল সংযোগ নিশ্চিত করতে 'নেটওয়ার্ক

এরপর ৬ পাতায়

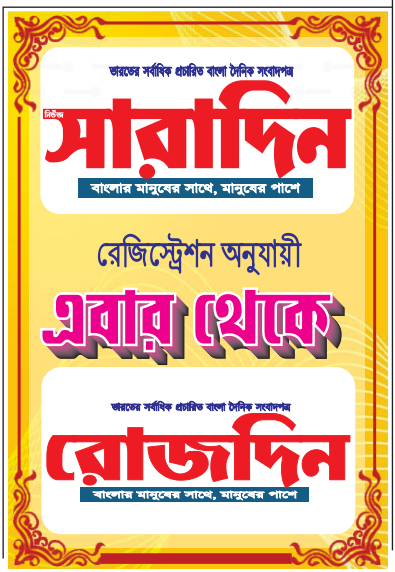

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

হরমুজে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর আহ্বান, যা বললেন জাপানের ক্ষমতাসীন দলের নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরান যুদ্ধের জেরে আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালি নিয়ে ভীষণ চাপের মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবস্থা বেগতিক বুঝে ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও চীনের মতো দেশগুলোকে ওই প্রণালিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তার মতে, যদি এই দেশগুলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা তেল ব্যবহার করে, তাহলে এই পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব হওয়া উচিত।

এ বিষয়ে জাপান কী বলছে?

জাপান বলেছে, গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর ক্ষেত্রে তাদের জন্য অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আইনি ও নীতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

দেশটির ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) নীতিনির্ধারণী বিভাগের প্রধান

তাকায়ুকি কোবাইশি এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান আইন অনুযায়ী ওই অঞ্চলে জাপানের নৌবাহিনী পাঠানোর বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন এবং সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

রবিবার রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কোবায়াশি বলেন, "আমি মনে করি, ওই অঞ্চলে জাপানি নৌবাহিনীর জাহাজ পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্কতার সীমা অত্যন্ত উচ্চ।"

তিনি আরও বলেন, "আইনগতভাবে আমরা সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করছি না। তবে বর্তমানে যে সংঘাত চলছে, সেই পরিস্থিতিতে বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের আহ্বানের পর এই কথা বললেন জাপানি এই নেতা।

হরমুজ প্রণালি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সমুদ্রপথ। কারণ এটি পারস্য উপসাগরের তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ দেশগুলোকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। এই সরু জলপথ দিয়ে বিশ্বের মোট চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও ২০ শতাংশেরও বেশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) পরিবাহিত হয়, যা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের একটি প্রধান ধমনী।

প্রতিদিন প্রায় ১৫-২০ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এই পথ দিয়ে এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় যায়। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, কাতার, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো বড় তেল উৎপাদনকারীরা জ্বালানি পরিবহনের জন্য এই রুটের ওপর নির্ভরশীল।

এছাড়াও বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত নাইট্রোজেন সারের (ইউরিয়া) সিংহভাগ এই পথেই সমুদ্রপথে রফতানি করা হয়। সুতরাং, অত্যন্ত সংবেদনশীল এই পথে চলাচল বিঘ্ন ঘটার অর্থ হলো- বিশ্ববাজারে তেলের দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাওয়া, যা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

(৪ পাতার পর)

দিল্লি ও কলকাতায় সক্রিয় সংঘবদ্ধ সোনা পাচার ও অবৈধ গলানোর চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাল ডিআরআই; ১৪.১৩ কোটি টাকা মূল্যের সোনা, রুপো ও নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত; গ্রেপ্তার ৬ জন

তাদের তল্লাসী এবং জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লিতে পরবর্তী তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে দিল্লিতে একটি অবৈধ সোনা গলানোর কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে স্থানীয় সোনার বাজারে বিক্রির আগে বিদেশ থেকে আসা সোনার ওপর থেকে বিদেশি চিহ্ন মুছে ফেলার কাজ চলত। ওই আস্তানা থেকে আরও সোনা, রুপো এবং ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করা হয়; পাশাপাশি ওই অবৈধ কারখানার দায়িত্বে থাকা ব্যবস্থাপককেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আরও তদন্তের সূত্র ধরে কলকাতায় পৌঁছানো হয়, যেখানে এই সিন্ডিকেটের মূল হোতাকে—বিকৃত অবস্থায় থাকা আরও সোনাসহ—আরেকটি অবৈধ সোনা গলানোর কারখানায় শনাক্ত করা হয়। তাকে এবং তার সাথে থাকা দুই বাহককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা স্বীকার করেছে যে, ভারতে চোরাচালানের মাধ্যমে নিয়ে আসা বিদেশি চিহ্নযুক্ত সোনা তারা গ্রহণ করত; এরপর শনাক্তকারী চিহ্নগুলো মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই সোনা গলিয়ে ফেলা হতো এবং পরবর্তীতে বিতরণের জন্য রেলপথে দিল্লিতে পাঠানো হতো।

স্বর্ণের চোরাচালান, পরিবহন, গলানো এবং হস্তান্তরের সঙ্গে জড়িত মোট ছয়জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং উপযুক্ত আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(৫ পাতার পর)

মেট্রো রেল: সুস্থায়ী নগর উন্নয়ন

প্ল্যানিং গ্রুপ' (NPG) দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়।

শহুরে পরিবারগুলিতে মেট্রো রেলের প্রভাব (P M E A C রিপোর্ট)

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ (EAC-PM)-এর ২০২৬ সালের জানুয়ারির একটি গবেষণা মেট্রো প্রসারণের ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা তুলে ধরেছে:

* মেট্রো সংযোগ পরিবহন খরচ কমায়, যা ঋণের কিস্তি পরিশোধের ক্ষমতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
* হায়দ্রাবাদ: হোম লোনের কিস্তি মিস করার হার ১.৭% কমেছে।
* বেঙ্গালুরু: ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ২.৪% হ্রাস পেয়েছে।
* দিল্লি: বকেয়া পেমেন্ট ৪.৪২% কমেছে।
* মেট্রো সংযোগ টু-হুইলার এবং এন্ট্রি-লেভেল গাড়ির ওপর নির্ভরতা কমায়, যা পরিবারের পরিবহন খরচ এবং ঋণের বোঝা হ্রাস করে।

উপসংহার

ভারতের দ্রুত মেট্রো পরিষেবার সম্প্রসারণ আধুনিক এবং সুস্থায়ী নগর উন্নয়নের প্রতি এক দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ করে। মেট্রো রেল ব্যবস্থা যাতায়াত ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করছে এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। ধারাবাহিক বিনিয়োগ এবং সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মেট্রো নেটওয়ার্কগুলি ভারতের শহরগুলিকে আরও সংযুক্ত, স্থিতিস্থাপক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে সহায়তা করে চলেছে।

সিনেমার খবর

সালমানের প্রেমিকার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলেন অরিজিৎ সিং?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'ইকোস অব আস' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা দিয়ে বলিউডের ভাইজানখ্যাত সালমান খানের প্রেমিকা ইউলিয়া ভান্তুর অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। আর এ সিনেমায় একটি গান জুটিবদ্ধ হয়ে গেছেন ইউলিয়া ও অরিজিৎ।

মুম্বাইয়ের মতো গ্লাম্যারাস শহরের থেকেও নিজের ভিটামাটি জিয়াগঞ্জে থাকতে বেশি ভালোবাসেন সময়ের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। আর অরিজিতের টানেই মুর্শিদাবাদের এই ছোট্ট শহরে ঘুরে গেছেন এড শিরান থেকে আমির খান অবধি। রোমানিয়ান গায়িকা ও টেলিভিশন উপস্থাপিকা সালমান খানের চর্চিত প্রেমিকা ইউলিয়া ভান্তুরও এসেছিলেন জিয়াগঞ্জে। 'ইকোস অব আস' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা দিয়ে তার অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ। আর পাঁচজনের মতো ইউলিয়াও অরিজিৎ-ভক্ত।

সম্প্রতি সালমানের চর্চিত প্রেমিকা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিংয়ের জন্মভিটা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা নেটিজেনদের মাঝে শেয়ার করে নিয়েছেন। বলিউড বাবলকে ইউলিয়া ভান্তুর জানালেন, তিনি বেশ নার্ভাস ছিলেন অরিজিতের সঙ্গে দেখা করার আগে। তবে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পেরেছিলেন, তার সব ভয় বা আশঙ্কাই ছিল ভিত্তিহীন।

অরিজিতের প্রশংসা করে ইউলিয়া বলেন, তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন গায়ক, যা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলে। সঙ্গে জিয়াগঞ্জ ভ্রমণের কথা স্মরণ করে এটিকে 'গ্রামের' একটি মনোমুগ্ধকর ও শান্তিপূর্ণ গন্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সঙ্গে স্থানীয় ছোট ছোট দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া, সেখানকার কারুশিল্প দেখার অভিজ্ঞতাও স্মরণ করেছেন।

অরিজিৎ সিং শহরটিকে তার নিজস্ব জগতে রূপান্তরিত করেছেন, যেখানে সবাই সংগীত, শিল্প এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। পরিশেষে ইউলিয়া ভান্তুর গানটির জন্য অরিজিতের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এ সুযোগটিকে সম্মান ও সৌভাগ্য বলে অভিহিত করেছেন।

উল্লেখ্য, ইউলিয়া ভান্তুর ও সালমান খান কয়েক বছর ধরে ডেটিং করছেন বলে জানা গেছে। রোমানিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ইউলিয়া টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তিনি হিমেশ রেশমিয়ার বিপরীতে এভরি নাইট অ্যান্ড ডে-তে তার প্রথম গান গেয়েছিলেন। ইউলিয়া সালমানের সিনেমা রাধে, সুলতান এবং রেস ৩-সহ বেশ কয়েকটি সিনেমাতেও গানও গেয়েছেন। ইতোমধ্যে সালমান ২০২০ সালের ভারত-চীন সংঘর্ষের দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ওয়ার ড্রামা ব্যাটল অব গালওয়ান মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

ঈশ্বর জানেন একে-অপরকে কতটা চাই: শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা-পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর জন্মদিন ছিল শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি)। এদিন ৫১ বছরে পা দিলেন নির্মাতা। তার জন্মদিন উপলক্ষে বরাবরই বিশেষ প্ল্যান করেন স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি। স্বামীর জন্মদিনে ঘরোয়া পরিবেশে বিশেষ আয়োজন, স্পেশাল মেন্যুতে ইতালীয় খাবার।

এর মধ্যে শুভশ্রী রাজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে নির্মাতা জন্মদিনের আমেজের মধ্যেই তিনি তার আগামী কাজ 'আবার প্রলয় ২'-এর প্রচার নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

এদিকে রাজ-শুভশ্রীর দাম্পত্যজীবন এর মধ্যেই আট বছর কেটে গেছে। টালিউডের পাওয়ার কাপল তারা। প্রেম ও পরিণয়ের ধাপ পেরিয়ে এখন দুই সন্তানের অভিভাবক শুভশ্রী গাঙ্গুলি ও রাজ চক্রবর্তী। স্বামীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ্যে আনতে কখনো কার্পণ্য করেন না শুভশ্রী। আবার রাজও স্ত্রীকে নিয়ে তার মুগ্ধতা প্রকাশ্যে আনতে কখনো দ্বিধা করেন না।

রাজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বরাবরই বিশেষ প্ল্যান করে থাকেন শুভশ্রী। উপহারেও থাকে চমক। কখনও দামি ফোন, আবার কখনো রাজের পছন্দের সুগন্ধি। এর আগে শুভশ্রী জানিয়েছিলেন— খুব দরকার না পড়লে রাজের জন্মদিনে কাজ রাখেন না তিনি। নিজের হাতে রাজের জন্য স্পেশাল কোনো পদ রান্না করেন। আর সবচেয়ে আগে শুভেচ্ছা জানান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ঘড়ির কাঁটা যখন ১২টা ছুঁই ছুই, রাজের সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেন শুভশ্রী। নায়িকার পরনে ছিল মেরুন হল্টার নেক টপ আর কালো ট্রাউজার। 'বার্থডে বয়' সেজেছিলেন ব্ল্যাকে টি- শার্টে।

সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবি পোস্ট করে শুভশ্রী গাঙ্গুলি লিখেছেন—'ঈশ্বর জানেন, একে-অপরকে আমাদের কতটা প্রয়োজন। আমি তোমায় সবচেয়ে ভালোবাসি। আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ঘটনা তোমার সঙ্গে থাকা। শুভ জন্মদিন আমার ভালোবাসা...।'

জন্মদিনের আয়োজনের যে কোনো ত্রুটি রাখবেন না শুভশ্রী, সেটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তবে 'প্রলয় ২'-এর প্রমোশন নিয়ে এ মুহূর্তে ব্যস্ত রাজ চক্রবর্তী। তার জন্মদিনের আগাম উদযাপনও হয়ে গেছে। শতব্যস্ততার পরও পরিবারের সবাইকে নিয়ে রেস্তোঁরায় খেতে গিয়েছিলেন পরিচালক। সেই ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে।

অস্কারের মঞ্চে পুরস্কার তুলে দেবেন প্রিয়াংকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর অস্কারের ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে পুরস্কার উপস্থাপক হিসেবে নাম লিখিয়েছেন ।

৬ মার্চ সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে অভিনেত্রী নিজেই এ খবর নিশ্চিত করেছেন।

চলতি বছর ১৬টি মনোনয়ন নিয়ে অস্কারের দৌড়ে শীর্ষে রয়েছে 'সিনার্স' সিনেমাটি। সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী বিভাগে তিমোথি শালামে, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ও জেসি বাকলির মতো তারকারা লড়াই করছেন।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৫ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে জমকালো এ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে যাচ্ছে। এবারের অস্কারের আসরে প্রিয়াংকার পাশাপাশি উপস্থাপক হিসেবে আরও দেখা যাবে হলিউড তারকা অ্যান হ্যাথাওয়ে, রবার্ট ডাউনি জুনিয়র এবং গুইনেথ প্যালট্রোর মতো খ্যাতিমান তারকাদের। বিশেষ করে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র ও গুইনেথ প্যালট্রোর একসঙ্গে মঞ্চে উপস্থিতি 'আয়রনম্যান' ফ্র্যাঞ্চাইজির ভক্তদের জন্য বড় চমক হতে যাচ্ছে।

এর আগে ভারতীয় তারকা হিসেবে ৯৫তম অস্কারে উপস্থাপক হিসেবে মঞ্চে ছিলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। সেই আসরে তিনি 'আরআরআর' সিনেমার বিশ্বখ্যাত গান 'নাটু নাটু'র পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এবারের ৯৮তম অস্কার আসরের সঞ্চালনায় প্রিয়াংকা ছাড়াও আরও থাকবেন জনপ্রিয় উপস্থাপক কোনান ও'ব্রায়েন।

প্রিয়াংকা তার পোস্টে আসন্ন এ অনুষ্ঠানের জন্য নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এর আগে চলতি বছরে গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসেও কে-পপ তারকা লিসার সঙ্গে পুরস্কার উপস্থাপনা করে বিশ্বমঞ্চে নিজের জোরাল উপস্থিতির জানান দিয়েছিলেন এ অভিনেত্রী।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের মালিকানায় দ্রাবিড়-অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাফল্যের পর এবার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ব্যবসায়িক মঞ্চে নতুন অধ্যায় শুরু করছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানায় নাম লিখিয়েছেন দুই ভারতীয় কিংবদন্তি।

ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক ভারতীয় কনসোর্টিয়াম স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর একটি দলের মালিকানা কিনতে সম্মত হয়েছে। সেই গ্রুপের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছেন দ্রাবিড় ও অশ্বিন। চলতি বছরের আগস্টে ইউরোপের নতুন এই টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। একই কনসোর্টিয়াম নেদারল্যান্ডসের আরও একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানাও নিচ্ছে। ফলে লিগের শুরু থেকে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের উপস্থিতি নজর কাড়বে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিনিয়োগকারীদের একটি আলাদা গোষ্ঠীও এই লিগে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।সেই তালিকায় রয়েছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি, হেনরিখ ক্লাসেন ও কিংবদন্তি জন্টি রোডস। মাসের শেষের দিকে আরও কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ঘোষণা হওয়ার কথা।

গ্লাসগোর দলের সঙ্গে দ্রাবিড়ের সম্পর্ক নিছক বিনিয়োগের নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে তার ক্রিকেট জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০০৩ সালে স্কটল্যান্ডের হয়ে ইংল্যান্ডের জাতীয় ক্রিকেট লিগে খেলেছিলেন দ্রাবিড়। নামেন দ্বিতীয় ডিভিশনে ১১টি একদিনের ম্যাচে। মাত্র তিন মাসে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছাপ ফেলেছিলেন। তিনটি শতরান ও দুটি অর্ধশতরানে ৬৬.৬৬ গড়ে করেন ৬০০ রান। নর্থাম্পটনের বিরুদ্ধে ১১৪ রানের ইনিংস সেই টুর্নামেন্টে দ্রাবিড়ের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স।

রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ক্ষেত্রে আগ্রহ আরও জোরালো। কারণ তিনি কেবল বিনিয়োগকারী নন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলতেও আগ্রহী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। শেষ হয়েছে তার আইপিএল অধ্যায়ও। তারপর থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অশ্বিনের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। ইউরোপের এই নতুন লিগ সেই পথ খুলে দিতে পারে।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলার চুক্তিও করেছিলেন অশ্বিন। সব ঠিক থাকলে হতে পারতেন বিগ ব্যাশে খেলা প্রথম ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। কিন্তু চেন্নাইয়ে অনুশীলনের সময় হাঁটুর চোট পাওয়ায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘদিন রিহ্যাবে ছিলেন। ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি লিগ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার আগে তার ফিটনেসই এখন বড় প্রশ্ন। তবে দ্রাবিড় ও অশ্বিন—দু'জনের নাম যুক্ত হওয়ায় নতুন এই লিগ শুরু হওয়ার আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

অ্যাশেজ থেকে উঠে যাচ্ছে গোলাপি বলের টেস্ট

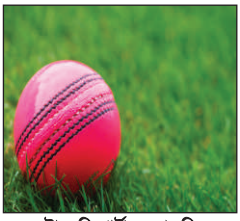

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর লড়াই 'অ্যাশেজ সিরিজ'। দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় এই সিরিজ থেকে দিবা-রাত্রির বা গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচ বাতিল হতে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের নীতি-নির্ধারকদের সাম্প্রতিক আলোচনার ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে দিবা-রাত্রির টেস্ট ঘিরে বাড়তি উন্মাদনা আর দেখা যাবে না।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সফর সূচি (এফটিপি) এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দিবারাত্রির টেস্ট আয়োজন করতে হলে অংশগ্রহণকারী দুই দলেরই সম্মতি থাকতে হয়। কিন্তু ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এ ধরনের টেস্টের পক্ষে নয়। যদিও সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গোলাপি বলের টেস্ট চালু রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। তবে ইসিবি-র আপত্তির কারণে শেষ পর্যন্ত তা বাতিলের পথেই হাঁটছে কর্তৃপক্ষ।

চলতি মৌসুমের অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ায় রেকর্ডসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি ছিল। তবে আগামী বছরের ১১-১৫ মার্চ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিতব্য ১৫০ বছরপূর্তি বিশেষ টেস্ট ম্যাচটিই হতে যাচ্ছে অ্যাশেজে গোলাপি বলের শেষ দিবারাত্রির টেস্ট।

সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি, চলতি মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত অ্যাশেজ সিরিজে রেকর্ড সংখ্যক দর্শক হয়েছিল, তার পেছনে দিবা-রাত্রির ম্যাচের অবদান অনেক। এরপরও ঐতিহ্যের ধারক টেস্ট ক্রিকেটের মৌলিক রূপ বজায় রাখতে ইসিবি গোলাপি বলের চেয়ে সাধারণ লাল বলের টেস্টেই বেশি আগ্রহী।

যুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্বকাপ প্লে-অফে অনিশ্চিত ইরাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা কয়েকদিন ধরে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে চলা যুদ্ধের প্রভাব পড়তে পারে আন্তর্জাতিক ফুটবলেও। আসন্ন বিশ্বকাপে ভ্রমণজটিলতা ও আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফে ইরাকের অংশগ্রহণ এখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

চলতি মাসের ৩১ মার্চ মেক্সিকোর মন্টেরেতে প্লে-অফ ফাইনালে মাঠে নামার কথা ইরাকের। সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা বলিভিয়া ও সুরিনামের মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ী দল। এই ম্যাচে জয়ী দল নিশ্চিত করবে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ টিকিট।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরো দলকে সময়মতো মেক্সিকোতে নেওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে ইরাকি ফুটবল কর্তৃপক্ষ। গত সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর বিমান হামলা চালানোর পর থেকে ইরাকের আকাশসীমা বন্ধ রয়েছে।

ইরাক জাতীয় দল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ফিফা ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন আমাদের দলের পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রতিটি অগ্রগতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছে। আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে আমাদের প্রধান কোচ গ্রাহাম আর্নল্ড সংযুক্ত আরব আমিরাত ত্যাগ করতে পারছেন না।

এছাড়াও বর্তমানে কয়েকটি দূতাবাস বন্ধ রয়েছে, যার ফলে বেশ কয়েক জন খেলোয়াড়, কারিগরি ও চিকিৎসা দলের সদস্য মেক্সিকোতে প্রবেশের ভিসা সংগ্রহ করতে পারছেন না। আমরা আমাদের বিশ্বস্ত সমর্থকদের আশ্বস্ত করছি যে আমরা ফিফা এবং এএফসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছি এবং তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।'

এর আগে ১৯৮৬ সালে মাত্র একবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ইরাক। সেই আসরে তারা গ্রুপপর্ব পেরোতে পারেনি। তবে এবার প্লে-অফে জয়ের জন্য ইরাককে অন্যতম ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে। তারা সফল হলে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী নবম এশীয় দল হিসেবে নাম লেখাবে।

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বর্তমানে ইরাকের অবস্থান ৫৮তম এবং এশিয়ায় তারা সপ্তম। 'মেসোপটেমিয়ার সিংহ' নামে পরিচিত দলটি এক বার এএফসি এশিয়ান কাপ এবং সাতবার আরব কাপ জিতেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR